Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-II, January 2021, Page No.38-41
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রোহিতাশ্ব : ক্ষেমীশ্বরের লেখনী প্রসূত একটি অনবদ্য শিশুচরিত্র – একটি সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন

ড. ইন্দ্রজিৎ প্রামাণিক
গবেষক, সংস্কৃত, পালি এবং প্রাকৃত বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

The five act play 'Chandakaushikam' of Khemishwar is based on the mythology of the angry Muni Bishwamitra and the helpless king Harishchandra. The play depicts a wonderful image of King Harishchandra's honesty and generosity. The extreme misfortune of Harishchandra-Shaiba is due to the violent behavior of sage Bishwamitra - hence the name of the play 'Chandakaushikam'. In the play, a collection of many characters can be noticed, such as the hero Harishchandra, the heroine Shaiba, the clown, Bishwamitra, etc., as well as the child character portrayal, he has shown extraordinary skill. The only child character in the play is Rohitashwa, the son of King Harishchandra. King Harishchandra donated the entire kingdom to sage Bishwamitra. But he is not interested in accepting any donation except Dakshina. Meanwhile, The King was able to give one lakh gold coins to the sage as Dakshina. The sage argues, the whole kingdom is now under him, so he will not accept any money as Dakshina from there. Practically helpless, Harishchandra went to Banik Mahal to sell himself to earn money for Dakshina. Shaiba, who is sympathetic to her husband's grief, has sold herself to Upadhyaya for fifty thousand gold coins. Shaiba is presently working as a maid in Upadhyaya's house with her son. Rohitashwa is also employed by his Lord as a servant. On the other hand, The king sold himself to Chandal for fifty thousand gold coins and was able to completely pay to the sage as Dakshina. King Harishchandra is presently employed by his Lord as a Chandal.

In the course of events, Rohitashwa was bitten by a snake while picking flowers for Upadhyaya's puja and died. The mourner Shaiba wept and coincidentally came to the crematorium to burn her son, where her husband Harishchandra was in-charge as a Chandal. Therefore, it is seen that the child character has paved the way for the reunion of the separated heroes and heroines at the end of the play. Has reunited them. In this way, the hero-heroine reunion has been achieved through various dramatic blows and retaliations and the purpose of the dramatist has been fulfilled.

Keywords: generosity, crematorium, reunion, mourner, extreme misfortune

ক্ষেমীশ্বরের অমরকৃতি পঞ্চমাঙ্ক বিশিষ্ট ‘চণ্ডকৌশিকম্’ নাটকটি সংস্কৃত নাট্যজগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে । স্বভাবক্রোধী মুনি বিশ্বামিত্র এবং অসহায় রাজা হরিশ্চন্দ্রের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি রচিত । নাটকটিতে রাজা হরিশ্চন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা আদর্শ এবং দানশীলতার এক অপূর্ব চিত্র চিত্রিত হয়েছে । কুশিক-গোত্রীয় ঋষি কৌষিক বিশ্বামিত্রের চণ্ড আচরণের ফলেই হরিশ্চন্দ্র-শৈবার চরমদুর্গতি - তাই নাটকটির নাম ‘ চণ্ডকৌশিকম্ ‘। পরবর্তী কালে নাটকটিকে উপজীব্য করে বহু কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে, শুধু তাই নয় অনেক চলচ্চিত্র, যাত্রাপালাতেও নাটকটির নাট্যকাহিনী স্থান পেয়েছে। যার সুদূরপ্রসারী ফল গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে তথা ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশে নাটকটি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে । নাট্যকার ক্ষেমীশ্বর দক্ষিণ ভারতের মহারাজা মহীপালের সভাকবি ছিলেন । যদিও কবির ব্যক্তিজীবন তিমিরাবৃত ঘন কুয়াশার চাদরে

আচ্ছন্ন তাই তাঁর আবির্ভাব কাল ও জন্মস্থান নিয়েও রয়েছে বিস্তর মতভেদ । কবি তাঁর রচিত গ্রন্থে রচনাকাল কিংবা কোন ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ উল্লেখ না করার দরুন তিনি ঠিক কোন সময়কার কবি তা নিশ্চিত ভাবে বলা সম্ভবপর নয় । মহারাজা মহীপাল দশম শতকের প্রথমার্ধে রাজত্ব করেন । ক্ষেমীশ্বরের কালও তাই দশম শতকের প্রথমার্ধে বলে মনে করা হয় । যদিও পণ্ডিতগণের অনুমান তাঁর আবির্ভাব কাল ৪৫০ অব্দের পূর্ববর্তী । যদিও এ বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে কোন মন্তব্য করা সমীচিন নয়, কারণ বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে । যাইহোক, কনৌজরাজ মহীপালের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ক্ষেমীশ্বর উক্ত নাটকটি রচনা করেন । এটি ছাড়াও তিনি সপ্তমাঙ্ক বিশিষ্ট 'নৈষাধনন্দ' নামে অপর একটি নাটক রচনা করেন ।

ক্ষেমীশ্বর মূলতঃ কবি হলেও নাট্যরচনাতেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন । ভাষা, অলংকার, শব্দচয়ন ও কাহিনী বিন্যাসের ন্যায় চরিত্র চিত্রণেও তিনি সিদ্ধহস্ত । তাঁর নাট্যপ্রতিভার সার্থক ফসল তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি । তাঁর সৃষ্ট চরিত্রে একদিকে যেমন রয়েছে জীবন ধর্মীতা, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে নাটকে বর্ণিত ঘটনার কিংবা ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে চরিত্রের একটি সুসঙ্গত আনুগত্য । যা তাঁর লেখনী শক্তির বলে নিজস্বতা রূপ পেয়েছে । তাঁর অঙ্কিত প্রতিটি চরিত্র এক একটি বিশেষ শ্রেণীভূক্ত হয়েও আপন আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল । যার ফলস্বরূপ তাঁর নাট্যপ্রতিভা বিভিন্ন নাটকীয় চরিত্রের উপস্থাপনার মাধ্যমে চরম বিকাশ লাভ করেছে । নাটকটিতে বহু চরিত্রের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়, যেমন- নায়ক হরিশ্চন্দ্র, নায়িকা শৈবা, বিদূষক, বিশ্বামিত্র ইত্যাদি চরিত্রের পাশাপাশি শিশুচরিত্র চিত্রণেও তিনি অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন । তাঁর অঙ্কিত নায়ক-নায়িকা এবং অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রের ন্যায় শিশুচরিত্রও হৃদয়গ্রাহী এবং অনিন্দ্যসুন্দর । নাটকটিতে একমাত্র শিশুচরিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্বকে পাওয়া যায় ।

মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের শিশুপুত্র রোহিতাশ্ব নাটকটির প্রধান চরিত্র না হলেও নাটকটির উত্থান-পতনে কিংবা পাঠকবর্গের নিকট নাটকটিকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে চরিত্রটি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে । নাটকটির তৃতীয় ও পঞ্চম অঙ্কে রোহিতাশ্ব চরিত্রটি পরিলক্ষিত হয় ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, রাজা হরিশ্চন্দ্র ঋষি বিশ্বামিত্রকে সমগ্র রাজ্য দান করেছেন । কিন্তু দক্ষিণা ব্যতিরেকে তিনি কোন দান গ্রহণে আগ্রহী নন । এদিকে রাজা দক্ষিণা স্বরূপ ঋষিকে একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করতে সমর্থ হয়েছেন । ঋষির যুক্তি, সমগ্র রাজ্য এখন তাঁর অধীন, সুতরাং সেখান থেকে প্রাপ্ত দক্ষিণার অর্থ তিনি গ্রহণ করবেন না । রাজা এখন নিঃস্ব । এখন উপায়? স্ত্রী-পুত্র ব্যতিরেকে এখন তাঁর নিকটকিছুই অবশিষ্ট মাত্র নেই । কোথায় থেকে তিনি একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত করবেন ? নাটকটির তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায় দক্ষিণার অর্থ উপার্জনের জন্য হরিশ্চন্দ্র বণিক মহলে গিয়ে নিজেকে বিক্রয় করতে উদ্যত হয়েছেন । ঘটনা ক্রমে স্ত্রী শৈবা ও পুত্র রোহতাশ্বও সেখানে উপস্থিত হয়েছে । স্বামীর দুঃখে সমব্যথিনী শৈবা স্বামীর হাতে সাধ্যমত অর্থ তুলে দিতে নিজেকে বিক্রয় করতে উদ্যত হয়েছেন । বিক্রয়ের জন্য বণিকদের নিকট বারংবার আহ্বান করছেন । আর পার্শ্বে থাকা শিশু রোহিতাশ্ব তার মাকে অনুকরণ করছে- "আর্যাঃ । মামপি ক্রীণীত ।"[1] অর্থাৎ 'হে আর্যগণ আমাকেও ক্রয় করুন ।' এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমরা রোহিতাশ্বের মধ্যে নিতান্ত অবোধ এক শিশু চরিত্রকে খুঁজে পাই । যার মধ্যে এখনও ক্রয়-বিক্রয়ের বোধ আসে নি। পরক্ষণে, 'ওহে সাহুকার, আমাকে ক্রয় করুন । আমাকে ক্রয় করুন ।'– বলে শৈবা যখন সাহুকারের নিকট বারংবার প্রার্থনা করছেন তখন জননীকে অনুকরণ করে রোহিতাশ্বের কণ্ঠে প্রতিধ্বণিত হয়েছে- 'মামপি ।'[2] অর্থাৎ 'আমকেও ক্রয় করুন।' দর্শকমণ্ডলীর নিকট এই শিশু চরিত্রগুলি বেশ রসবোধক, অনিন্দ্যসুন্দর ও উপভোগ্য । শুধু অভিনয়ই নয় আধো আধো মিষ্টি মিষ্টি সংলাপের মধ্য দিয়ে তারা খুব সহজেই পাঠকের হৃদয় গুহায় স্থান করে নেয় । রোহিতাশ্বও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী নয়। যদিও নাট্যকার এখানে রোহিতাশ্বের আত্মত্যাগ কিংবা আত্মবিসর্জনের মত গুরু দায়িত্ব আরোপ করে চরিত্রটিকে পরিণত তথা বাস্তব রূপ দিয়েছেন।

বিক্রীতা শৈবাকে যখন বটুক নিয়ে যাচ্ছে, শিশুটিকে বলতে দেখা গেছে- ''আবুক! কুত্র অম্বা গচ্ছতি ?''[3] অর্থাৎ 'বাবা, মা কোথায় যাচ্ছে?' হরিশ্চন্দ্রের চক্ষু স্থির, চক্ষুকোটরে জমে থাকা অশ্রু আর অবশিষ্ট মাত্র নেই, তিনি নির্বাক, হতবম্ব, কিংকর্তব্যবিমুঢ়। এক সময় রাজ্যে যে রাজা একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, যাঁর কথাই ছিল শেষ কথা, যা প্রতিটি প্রজা বেদবাক্যের মত শিরোধার্য করে রাখত। প্রজাসকলের হৃদয়গুহায় যিনি রাজা নন, ভগবানের আসনে আসীন ছিলেন । সেই রাজা আজ ভিটে-মাটি হীন ফকির । ভাগ্যের কি বিরম্বনা! শুধু তাই নয়, স্ত্রী পুত্রের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য এক কানা কড়িও তাঁর কাছে অবশিষ্ট মাত্র নেই। সেই রাজার স্ত্রীকে আজ জনসমাগমে ভরপুর কোলাহল পূর্ণ বাজারের মধ্যে অন্যজনের কাছে বিক্রী হতে হচ্ছে। হায়রে! বিধাতার এ কেমন লীলা? ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ছাড়া আর কিই বা থাকতে পারে । শুধু তাই নয়, আর

এমন দৃশ্য কিনা রাজার চোখের সামনেই ঘটে গেল। প্রতিবাদ? কি করে প্রতিবাদ করবেন ? তিনি আজ অন্তঃসার শূণ্য, তাঁর মধ্যে আর রক্তমাংস, হৃদয় অবশিষ্ট নেই। হ্যাঁ সত্যিই তিনি আজ পাষাণ। তিনি রক্তমানব নন লৌহমানব। ভুল হল, 'মানব' শব্দটাই বা যুক্ত হবে কেন? 'মানব' শব্দ তো তাঁর জীবনের অভিধান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে । বরং বলা ভাল আজ তিনি লৌহমানব নন লৌহ মানবের প্রতিমূর্ত্তীতে পরিগনিত । পিতার নিকট যথাযথ উত্তর না পাওয়ায় শিশুটির কণ্ঠে প্রতিবাদের তীব্র সুর ধ্বণিত হয়েছে- "ওরে বটো! কুত্র ত্বমম্বাং নেতুমিচ্ছসি ?"[4] অর্থাৎ 'ওরে বটুক আপনি আমার মাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ? 'রোহিতাশ্বের এই উক্তির মধ্য দিয়ে তার সহজাত মাতৃভক্তির প্রতিচ্ছবিটি প্রস্ফুটিত হয়েছে । শুধু তাই নয় ছোট্ট শিশুটি প্রতিবাদীর এক মূর্তপ্রতীক । সে কিছুতেই মাকে যেতে দেবে না । মায়ের আঁচল শক্ত করে ধরে রেখেছে । বটুকের পথ অবরুদ্ধ করেছে, তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে । বটুক ধাক্কা মেরে শিশুটিকে ফেলে দিলে সে দাঁতে দাঁত চেপে ঠোঁট কামড়ে বটুকের বিরুদ্ধে রুদ্রমূর্তি ধারন করেছে। ভেবেছিল পিতা মাতা তার পাশে এসে দাঁড়াবে, তাকে সমর্থন করবে কিন্তু হায়! ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। অসহায় পিতা মাতা পুত্রের মুখের দিকে সজল নেত্রে চেয়েই ক্ষান্ত থাকে । কিই বা তাঁদের করার আছে? কি করে বোঝাবে যে, মাকে আটকানোর সাধ্যই তাঁদের আর অবশিষ্ট নেই, তিনি যে এখন উপাধ্যায়ের নিকট পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বিক্রীতা হয়ে গেছেন । শৈবা বর্তমানে উপাধ্যায়ের গৃহে দাসী বৃত্তিতে রতা । সাথে রয়েছে পুত্র রোহিতাশ্ব, সেও রয়েছে প্রভুর কাজে নিযুক্ত। অপরদিকে চণ্ডালের নিকট পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে স্বয়ং বিক্রয় হয়ে ঋষিকে দক্ষিণার সমগ্র অর্থ প্রদান করতে সমর্থ হয়েছেন।

এরপর আবার পঞ্চম অঙ্কে রোহিতাশ্ব চরিত্রটিকে দেখা যায়। মনিবের পুজোর পুষ্পার্ঘ চয়ন করতে গিয়ে সর্পাঘাতে মৃত রোহিতাশ্বকে দাহ করার জন্য পুত্রশোকে শোকার্তা উন্মত্তাপ্রায় শৈবা শ্মশানে উপস্থিত হয়েছেন। যদিও পরে ভগবান ধর্মের প্রভাবে মৃত পুত্র রোহিতাশ্বের প্রাণ ফিরে আসে। শিশুর সবচেয়ে সুখদায়ক ও নিরাপদ স্থান যে মায়ের কোল- এই চিরন্তন সত্য কথাটি উক্ত নাটকে খুব সুন্দর ভাবে প্রস্ফূটিত হয়েছে। 'মা' হল শিশুর সবচেয়ে নিকটতম। শিশু সর্বপ্রথম 'মা' এই শব্দটিই উচ্চারণ করতে শেখে। মায়ের জন্যই শিশুর থাকে অসীম আকুলতা, মা কে দেখার জন্য থাকে তীব্র উন্মাদনা, তীব্র ছটফটানি ভাব। শৈবা পুত্র রোহিতাশ্বও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী নয়। শিশু রোহিতাশ্বের মধ্যেও রয়েছে মায়ের প্রতি সীমাহীন ব্যাকুলতা এবং এই ব্যাকুলতাই জানিয়ে দেয় যে চিরদিনের চেনা জানা শিশুদের থেকে সে ব্যাতিক্রমী নয় । প্রাণ ফিরে চোখ মেলতেই সে মায়ের খোঁজ করে- "কথম্ অম্বা ?"[5] একটি ছোট্ট শিশুর কাছে প্রথম এবং পরম কাঙ্খিত বস্তু যে তার মা- এই চির সত্য প্রবাদটি আরও একবার প্রমাণিত হল রোহিতাশ্বের উক্ত উক্তির মধ্য দিয়ে ।

এইসব শিশুসুলভ চরিত্র সৃষ্টি করা কি শুধুই পাঠকর্গের মন ভরানোর প্রয়াস মাত্র ? শুধুমাত্র নয়নলোভের মনোহরণ চিত্র সৃষ্টির জন্য নয়, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে রোহিতাশ্ব চরিত্রটি অপ্রধান চরিত্র হলেও কিংবা স্বল্পপরিসরে চিত্রিত হলেও গুরুত্বের বিচারে প্রধান চরিত্রগুলি থেকে সে কোন অংশেই কম নয় । বরং প্রধান চরিত্রগুলি তাকে কেন্দ্র করেই চিত্রিত হয়েছে ।
ঘটনার নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নাট্যকাহিনী এগিয়ে চলেছে । ইতিমধ্যে নায়ক নায়িকার মধ্যে সাধিত হয়েছে বিচ্ছেদ । মাঝে নাট্যকাহিনীকে সার্থক মণ্ডিত করার জন্য অনেক ঘটনাই প্রবাহিত হয়েছে । নাটকের একেবারে শেষ লগ্নে নায়ক নায়িকার পুনর্মিলনে নাট্যকার তৎপর । তিনি এমন একটি উপায় বা মাধ্যম খুঁজছিলেন যার মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলন ঘটানো সম্ভব হয় । আর এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি মাধ্যম হিসাবে সুকৌশলে শিশুচরিত্র রোহিতাশ্বকে বেছে নিয়েছেন । শুধু তাই নয়, রোহিতাশ্বকে মাধ্যম করে নাট্যকার নায়ক নায়িকা অর্থাৎ হরিশ্চন্দ্র ও শৈবার পুনর্মিলনের জন্য এমন একটি স্থান তথা শ্মশান কে বেছে নিয়েছেন যেখানে ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, উচ্চ-নীচ সব মিলে একাকার, যেখানে নাই কোন জাত্যাভিমান, নাই কোন অহংকার, নাই কোন জনরব, কোলাহল । শৈবা উপাধ্যায়ের গৃহে দাসী বৃত্তিতে রতা, শৈবা জানেনা স্বামী হরিশ্চন্দ্র কোথায়? আদৌ বেঁচে আছেন কি না? এদিকে চণ্ডালের নিকট বিক্রীত হরিশ্চন্দ্র শ্মশানে শবদাহ বৃত্তিতে নিযুক্ত । ঘটনা পরম্পরায় উপাধ্যায়ের পূজার পুষ্প চয়নের সময় সর্পাঘাতে রোহিতাশ্বের মৃত্যু হয় । শোকাকুলা শৈবা ক্রন্দন করতে করতে পুত্রকে দাহ করার জন্য কাকতালীয় ভাবে সেই শ্মশানে উপস্থিত হয়েছেন যেখানে কি না চণ্ডালের দায়িত্বে রয়েছেন স্বামী হরিশ্চন্দ্র। অতএব দেখা যাচ্ছে শিশুচরিত্রটি নাটকের অন্তিমে বিচ্ছিন্ন নায়ক-নায়িকার মিলনের পথ প্রশস্ত করেছে। তাদের পুনরায় একসূত্রে গ্রন্থিত করেছে । এইভাবে নাটকীয় নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নায়ক-নায়িকার মিলন সাধিত হয়েছে এবং নাট্যকারের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়েছে ।

শিশু চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকার নিজেকে উজার করে দিয়েছেন, তাই তাঁর অঙ্কিত শিশুমনও আপন মনের বহিঃপ্রকাশ । মনে হয় অঙ্কিত শিশু চরিত্রটি কাল্পনিক নয়, বাস্তব জগতেরও নয়- এ যেন ভাবের এক একটি রূপ। হাসি কান্না ও মিষ্টি মিষ্টি

সংলাপের পাশাপাশি চরিত্রটির মধ্যে তীব্র মানসিক অনুভূতি বা উত্তেজনা কখনও বা গাম্ভীর্যের ভাবাবেগ মিশ্রিত পরিণত চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে ।

যাইহোক, শিশুচরিত্র রোহিতাশ্ব সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা হল। এখন প্রশ্ন, উক্ত নাটকে এই শিশু চরিত্রের উপস্থিতির কারণ কি? নাটকে তার ভূমিকাই বা কি? যেখানে রাজা হরিশ্চন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা আদর্শ এবং দানশীলতার চিত্র চিত্রিত হয়েছে সেখানে ছোট্ট এই শিশু চরিত্রের উপস্থাপনার কারণ কি হতে পারে? এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য শিশু চরিত্রটির উপস্থিতি তার অভিনয়, সংলাপ শুধুই পাঠকবর্গের কিংবা দর্শকবৃন্দের নয়ন লোভের মনোহরণ কিংবা হৃদয়স্পর্শী চিত্র সৃষ্টির জন্য কিংবা নাটকীয় রসবোধ, অলংকরণ সৃষ্টিতে নয়, নাট্যকাহিনীর ধারাবাহিকতা, নাট্যকাহিনীকে চরম লক্ষ্যে তথা প্রার্থিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে ও সর্বোপরি নাট্যকাহিনীকে সার্থকরূপ দেওয়ার নেপথ্যে এছাড়া নাটকীয় প্রেক্ষাপট, তৎকালীন আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে অন্যান্য প্রধান অপ্রধান চরিত্রের মতই শিশুচরিত্রটি সমান গুরুত্বের দাবি রাখে ।

তথ্যসূত্র:

---

1 চণ্ডকৌশিকম্- জগদীশ মিশ্র সম্পাদিত, ২য় অঙ্ক, পৃষ্ঠা নং-৬৪
2 ঐ, ২য় অঙ্ক, পৃষ্ঠা নং-৬৪
3 ঐ, ৩য় অঙ্ক, পৃষ্ঠা নং-১০৬
4 ঐ, ৩য় অঙ্ক, পৃষ্ঠা নং-১০৬
5 ঐ,৫ম অঙ্ক, পৃষ্ঠা নং-১৭৬

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

- ক্ষেমীশ্বর, চণ্ডকৌশিকম্, সম্পাদক জগদীশ মিশ্র, বারাণসী: চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, ১৯৯২ (প্রথম সংস্করণ)।
- দত্ত, ইতিমা, রবীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্য ও শিশু চরিত্র, কলকাতা: দেশ পাবলিশিং, ২০০১ দ্বিতীয় সংস্করণ)।
- দাস, দেবকুমার, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, ১৪০৯ (তৃতীয় সংস্করণ)।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পরিষদ, কলকাতা : ১৯৮৮ (প্রথম সংস্করণ)।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যরঞ্জন, সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা সংগ্রহ, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, ১৯৯৬ (প্রথম সংস্করণ) ।
- ভট্টাচার্য্য, সাধন কুমার, নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার, কলকাতা : পুঁথিঘর, ১৩৩৫ (প্রথম প্রকাশ) ।
- ভৌমিক, জাহ্নবি চরণ এবং মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ গোপাল, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস (বৈদিক ও লৌকিক), কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, ১৩৯০ (তৃতীয় সংস্করণ)।
- মুখোপাধ্যায়, সচ্চিদানন্দ,ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, ১৯৮৭ (প্রথম সংস্করণ) ।
- হক, আনসারুল, শিশুসাহিত্য সৃজন নির্মাণ তত্ত্বতালাশ, কলকাতা : অক্ষর প্রকাশন, ২০১৪ (দ্বিতীয় প্রকাশ) ।
- Agarwall, H.R. *A short History of Sanskrit Literature*. Delhi: Munsiram Monohorlal. 1963.
- Keith, A.B. *A History of Sanskrit Literature*. Delhi: MLBD.1996.